(১) এতে কবির বংশবৃত্তান্ত

(২) বর্ণনীয় বিষয়ের দিক থেকে একে আখ্যায়িকা মনে হলেও কাহিনী কে
ও প্রসিদ্ধ কাব্য বা ইতিহাসাশ্রয়ী নয় এবং সবসময় নায়কমুখে ঘটনা বিবৃত হয়

(৩) আখ্যায়িকার নিয়মে অধ্যায় বিভাজনে 'উচ্ছ্বাস' নাম ব্যবহার করা হয়ে

(৪) আখ্যায়িকার নিয়মে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই, বরং
আর্য্যাছন্দের ব্যবহার 'কথা'য় অনুমোদিত — তার ব্যবহার আছে।

সুতরাং যদিও 'দশকুমারচরিত' আখ্যায়িকা নামে অনেকের দ্বারা স্বীকৃত, তথা
দণ্ডীর মতানুসারে 'দশকুমারচরিত'কে স্বতন্ত্র কোন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত না ক
গদ্যকাব্য রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

ব্যুৎপত্তি

দশানাং কুমারাণাং চরিতম্—এই বিগ্রহবাক্যে দশকুমারচরিতম্ উত্তরপদদ্বিত
বৈয়াকরণ বিধান—'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ।' দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত
কৃতং কাব্যম্ ইতি। দশকুমারচরিত + অণ্। ('অধিকৃতে গ্রন্থে' সূত্রানুসারে)।

অথবা

দশ সংখ্যকাঃ কুমারাঃ ইতিঃ দশকুমারাঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। দশকুমারাণা
চরিতম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত্য কৃতং পুস্তকম্ ইতি
দশকুমারচরিত + অন্।

অথবা

দশকুমারাণাং চরিতানি ইতি দশকুমারচরিতম্ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ)।

দশজন কুমারের পরিচয়

'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে যে দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে
তাদের নামগুলি শ্লোকাকারে নিম্নরূপ —

প্রমতিমন্ত্রগুপ্তশ্চ মিত্রগুপ্তশ্চ বিশ্রুতঃ।
পুষ্পোদ্ভবঃ সোমদত্তোঽর্থপালো রাজবাহনঃ
উপহারোঽপহারশ্চ বর্মা, দশকুমারকাঃ।।

অর্থাৎ- (১) রাজবাহন, (২) প্রমতি, (৩) মন্ত্রগুপ্ত, (৪) মিত্রগুপ্ত, (৫) বিশ্রুত,
(৬) পুষ্পোদ্ভব, (৭) সোমদত্ত, (৮) অর্থপাল, (৯) উপহারবর্ম ও (১০) অপহারবর্মা।
বর্ণিত কুমারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বপীঠিকার প্রথমোচ্ছ্বাসে নিবদ্ধ আছে। মগধের
রাজা রাজহংস। রাজধানী পুষ্পপুরী, রাণী বসুমতী,। রাজহংসের তিন মন্ত্রী —

Scanned by CamScanner

তার আদেশের অপেক্ষায় রইল। ইতিমধ্যে সে পুষ্পোদ্ভবের পরিবারবর্গের
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের কারাগারে আবদ্ধ করল।

এরমধ্যেই আবার অঙ্গরাজ সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন
লাগল। এর আগে চণ্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার মেয়ে অম্বালিকাকে বিয়ে
প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সিংহবর্মা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ অপমানের প্রতিশোধ
সে অঙ্গরাজকে উৎখাত করতে যুদ্ধযাত্রা করল। যুদ্ধযাত্রার সময় কারও উপর
না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকে সে সঙ্গে নিল। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পা
অবরুদ্ধ হ'লো। অল্পকালের মধ্যে সিংহবর্মা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হলেন চণ্ড
হাতে। এবং সেইদিন রাত্রিশেষেই চণ্ডবর্মা অম্বালিকাকে বিয়ে করবে বলে
করল।

এদিকে কৈলাস থেকে দর্পসারের আদেশ নিয়ে দূত এল। দর্পসার আ
করেছেন — শীঘ্রই দুরাত্মা রাজবাহনের বিচিত্রবধের সংবাদ যেন তাঁকে জানান
সেই আদেশ অনুযায়ী চণ্ডপোত নামে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মারার
রাজবাহনকে বাইরে আনা হলো। সেই মুহূর্তেই তাঁর পা থেকে শিকলটি আ
আপনি খুলে গেল এবং সেই শিকলটি একটি অপ্সরার রূপ ধারণ করে জানাল
সে এক সুরসুন্দরী, তার নাম সুরতমঞ্জরী। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র অভিশাপেই তার ও
পরিণতি এবং বীরশেখর নামে বিদ্যাধরের দ্বারা রাজবাহনের পদবন্ধন — এই স
বৃত্তান্ত জানাল।

রাজবাহনের এই শৃঙ্খলমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদে তুমুল কোলাহল শো
গেল, 'কোন এক দুঃসাহসী দস্যু অম্বালিকার পাণিগ্রহণ করতে উদ্যত চণ্ডবর্মা
নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তখন রাজবাহন চণ্ডপোতে আরোহণ করে সেই দুঃসাহ
পুরুষকে কাছে আসার জন্য ডাকলেন। কাছে আসতেই তাঁরা পরস্পরকে চিনে
পারলেন। ঐ দুঃসাহসী পুরুষ আর কেউ নয়, তাঁরই প্রিয় অনুচর অপহার বর্মা।
পর তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনের পালা শেষ করে দু'জনে অনেক শত্রুসৈন্য
করে দেখলেন, আর একদল সৈন্য শত্রুসেনাদের ঘিরে ধরেছে। তাদের মধ্য
একজন সুপুরুষ এগিয়ে এসে রাজবাহনকে প্রণাম করলে অপহার বর্মা জানালেন
ইনি ধনমিত্র; ইনি অঙ্গরাজের সাহায্যের জন্য অন্যান্য রাজাদের এখানে উপ
করেছেন। তারপর রাজবাহন সিংহবর্মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ
অপহারবর্মার অনুরোধে গঙ্গার তীরে একটি বটগাছের তলায় বিশ্রামের
বসলেন। এবার সেখানে একে একে হাজির হলেন ধনমিত্র, উপহারবর্মা, অর্থপা
প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, প্রহারবর্মা, কামপাল, সিংহবর্মা। রাজবা
প্রত্যেককে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করলেন। তারপর নিজের, সোমদত্তের
পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শুনিয়ে অন্য বন্ধুদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত শোনাতে বললেন।

Scanned by CamScanner

পেয়ে তিনিও তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘটনাক্রমে ঘুরতে ঘুরতে উজ্জয়িনীতে এসে রাজবাহন আগে সোমদত্ত এবং পরে পুষ্পোদ্ভবের দেখা পেলেন। সে সময় থেকে তাঁরা তিনজন এই নগরেই রয়ে গেলেন। এরপর এক বসন্তকালে রাজবাহন একটি উপবনে বেড়াতে বেড়াতে মানসারের মেয়ে অবন্তিসুন্দরীকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। অবন্তিসুন্দরীও রাজবাহনকে দেখার পরই তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। উভয়ের দেখা ও পরিচয়ের পরই রাজবাহনের মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা— তিনি ছিলেন রাজা শাম্ব আর অবন্তিসুন্দরী ছিলেন তাঁর পত্নী যজ্ঞবতী। রাজবাহন সে কথা প্রকাশ করামাত্র অবন্তিসুন্দরীরও পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। ফলে তাঁদের অনুরাগ আরও দৃঢ় ও প্রবল হলো। এরপর বিদ্যেশ্বর নামে এক ঐন্দ্রজালিকের সাহায্যে সকলের সম্মুখে বিধি অনুসারে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর বিয়ে হয়ে গেল। সমস্ত দর্শক ও রাজা মানসার সে বিয়েকে ইন্দ্রজাল মনে করায় রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী অবাধে অন্তঃপুরে একসঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং রাত্রিতে অবন্তিসুন্দরীকে চর্তুদশভুবনের বৃত্তান্ত শোনালেন।

কাহিনীবস্তুসার

চতুর্দশভুবনবৃত্তান্ত বিষয়ক সুখালাপ করতে করতে অবন্তিসুন্দরী ও রাজবাহন ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই স্বপ্নের মধ্যে মৃণালসূত্র দিয়ে পা বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ হাঁসকে দেখতে পেলেন। দু'জনেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন রাজবাহনের পা দু'টি রুপোর শিকলে বাঁধা আছে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কান্না শুনে 'কি হলো', 'কি হলো' বলতে বলতে অন্তঃপুরের সকলে রাজকন্যার ঘরের দিকে ছুটল। তারা সেখানে গিয়ে রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখে চণ্ডবর্মাকে জানাল।

চণ্ডবর্মা সংবাদ পেয়েই সেখানে এল এবং রাজবাহনকে দেখেই তার ভাই দারুবর্মার মৃত্যুর কারণ বালচন্দ্রিকার স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে তাকে চিনতে পারল। তখন সে প্রচণ্ড রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হ'য়ে কঠিন হাতে রাজবাহনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। স্বভাবগম্ভীর রাজবাহন বুঝলেন যে, এই বিপদ সম্পূর্ণ দৈবাগত এবং এই পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতাই একমাত্র প্রতিকারের উপায়। তাই তিনি মরণোদ্যতা প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীকে পূর্বজন্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে 'দু'মাস' বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে বলে শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

রাজবাহনকে বধ করাই ছিল চণ্ডবর্মার কাম্য, কিন্তু বৃদ্ধ রাজা মানসার ও তাঁর মহিষী প্রাণ বিসর্জনের ভয় দেখিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করলেন; তবে তাঁদের প্রভুত্ব না থাকায় মুক্ত করতে পারলেন না। চণ্ডবর্মা এখন আপাতত রাজবাহনকে একটি কাঠের তৈরী খাঁচায় আটকে রেখে কৈলাসে তপস্যারত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে

Scanned by CamScanner

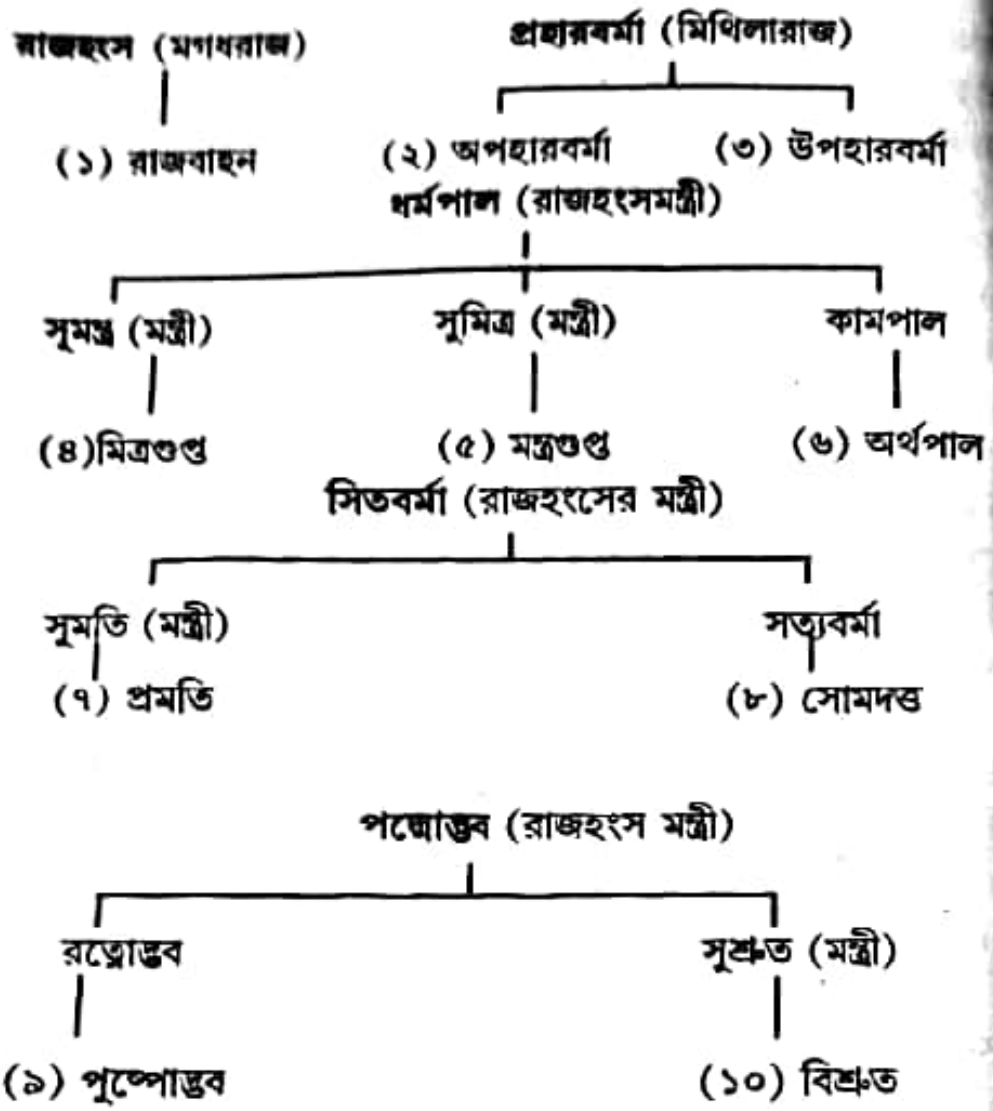

পূর্বকথা সংক্ষেপ ঃ দশজন কুমার প্রাপ্তবয়স্ক হলে একদিন রাজ
তাঁদের দিগ্বিজয়ে পাঠালেন। কিছুদিন বাদে তাঁরা বিন্ধ্যারণ্যে এসে উপস্থিত হ
এখানে একদিন রাত্রিতে অন্যান্য সকলে যখন ঘুমুচ্ছে, তখন রাজবাহনের
কিরাতের মত দেখতে এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হলো। সে বলেছিল তার নাম
, সে প্রথম জীবনে অনেক অনাচার করার পর এক ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করার
মহাদেবের কাছে একটি বর পেয়েছেন যে, রাজবাহন তাকে সাহায্য করলে
পাতালকন্যা কালিন্দীকে বিয়ে করে পাতালের অধীশ্বর হবে। রাজবাহন ব্রাহ্ম
কথায় রাজী হয়ে সকলের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণের সাথে পাতালপুরীতে গেলেন এ
ব্রাহ্মণের কালিন্দীর সাথে বিবাহও হলো। তখন কালিন্দী রাজবাহনকে এ
ক্ষুধাতৃষ্ণাহর মণি দিলেন। এদিকে রাজবাহন যখন পাতালপুরী থেকে ফিরে
ততক্ষণে অন্যান্য কুমররা ঘুম থেকে জেগে রাজবাহনকে না দেখতে পেয়ে তাঁ
খুঁজেতে তারা সকলেই নানান দিকে চলে গেছেন। সুতরাং ফিরে কারও দেখা

Scanned by CamScanner

ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা। ধর্মপালের তিন ছেলে— সুমন্ত্র, সুমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই ছেলে—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব এবং সিতবর্মার দুই ছেলে — সুমিত ও সত্যবর্মা।

একসময় মালবরাজ মানসারের সঙ্গে রাজহংসের যুদ্ধে রাজহংসপরাস্ত হ'য়ে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয়ে নিলে, সুমন্ত্র, সুমিত্র, সুমিত, ও সুশ্রুত চার মন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে সেইখানে থাকেন। এখানেই রাজহংসের একটি পুত্র জন্মাল। নাম — **রাজবাহন**। চারমন্ত্রীরও যথাক্রমে **মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি** ও **বিশ্রুত** নামে চারটি ছেলে হলো।

মিথিলার অধিপতি প্রহারবর্মা ছিলেন রাজহংসের বন্ধু। তিনি রাজহংসকে সাহায্য করতে এসে মানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় শবরদের আক্রমণে দুই ছেলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরে এক ব্রাহ্মণ একটি ছেলেকে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন। ছেলেটির নাম দেওয়া হয় **উপহারবর্মা**। অন্যছেলেটিকে রাজহংস এক শবররমণীর কাছ থেকে উদ্ধার করে নাম দেন **অপহারবর্মা**।

রাজহংসের অন্য এক মন্ত্রীপুত্র রত্নোদ্ভব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যবনদ্বীপে গিয়ে সুবৃত্তা নামে বণিককন্যাকে বিয়ে করেন। অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে নিয়ে দেশে ফেরার সময় ঝড়ে জাহাজডুবি হয়। ধাত্রীর সাহায্যে সুবৃত্তা কোনক্রমে উদ্ধার পান এবং বনের মধ্যে একটি পুত্র প্রসব করেন। পরে এক ব্রাহ্মণ ঐ ছেলেটিকে রাজহংসের আশ্রয়ে রেখে যান. তার নাম রাখা হয় **পুষ্পোদ্ভব**।

মন্ত্রী ধর্মপালের ছেলে কামপাল যক্ষকন্যা তারাবলীকে বিয়ে করেন। তারবলীর গর্ভে তাঁর একটি ছেলে হয়, তারই নাম **অর্থপাল**।

মন্ত্রী সিতবর্মার ছেলে সত্যবর্মা বিদেশে গিয়ে কালী ওগৌরী নামে দু'বোনকে বিয়ে করেন। তাদের মধ্যে গৌরীর গর্ভে একটি ছেলে হলে কালী তার উপর হিংসাবশতঃ ধাত্রীর সঙ্গে ছেলেটিকে কাবেরীর জলে ফেলে দেয়। ধাত্রী কোনভাবে ছেলেটিকে উদ্ধার করে এবং নিজে সর্পাঘাতে মারা যায়। তখন ঋষি বামদেব ঐ ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন। নাম দেওয়া হয় সোমদত্ত। এদের পরিচয়টি নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হলো। যথা—

Scanned by CamScanner